২৬.১১.২০১৬ প্রাতঃমুরলী ওমশান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মীঠে বাচ্চে - ভারত হল সর্বজনের তীর্থ স্থান , সেইজন্য সর্ব ধর্মীয় জনেদের ভারত তীর্থের মহিমা শোনাও , সবাইকে সংবাদ দাও "

প্রশ্ন : কোন্ পুরুষার্থের দ্বারা তোমাদের অন্ত মতি অনুযায়ী গতি প্রাপ্ত হবে ? নিদ্রাজীত হয়ে যাবে ?

উত্তর : রাতে যখন তোমরা শুতে যাও তো প্রথমে বাবা এবং বর্সা অর্থাৎ স্বর্গ প্রাপ্তির কথা স্মরণে রেখো , স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো । যখন ঘুম আসবে তখন ঘুমাও তাহলেই অন্ত মতি অনুযায়ী গতি লাভ হবে। সকালে উঠবে তো ঐ পয়েন্ট মনে আসবে । এইরকম অভ্যাস করলে তুমি নিদ্রাজীত স্বরূপ হয়ে যাবে। যে করবে সে লাভ করবে। তাদের চলনও প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে।

গান : যে রয়েছে প্রিয়তমের সঙ্গে ..

ওমশান্তি । যে রয়েছে প্রিয়তমের সঙ্গে । এখন দুনিয়ায় পিতা আছে অনেক কিন্তু তাদের সকলের পিতা রচয়িতা হলেন এক। তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর । জ্ঞানের দ্বারা হয় সদ্গতি । সদ্গতিও মানুষের তখন হয় যখন সত্যযুগের স্থাপনা হওয়ার থাকে। বাবাকেই বলা হয় সদ্গতিদাতা । যখন সঙ্গমের সময় হয় তখন জ্ঞানের সাগর এসে সদ্গতি প্রদান করেন। এই সময় দুর্গতি তো সবার হয়েছে। দুর্গতিও সবার একরকম হয়না। সবচেয়ে প্রাচীন হল ভারত। ভারতবাসীদেরই ৮৪ জন্মের গায়ন আছে। নিশ্চয়ই প্রথমের মানুষের ৮৪ জন্মের যোগ্যতা আছে। দেবতাদের ৮৪ জন্ম হয় তো ব্রাহ্মণদেরও হয় ৮৪ জন্ম। মুখ্য জনেদের হাইলাইট করা হয়। বাবা ব্রহ্মা দ্বারা নতুন সৃষ্টির স্থাপনা করতে সর্বপ্রথম সুক্ষ্ম লোকের রচনা করেন তারপরেই নতুন সৃষ্টির স্থাপনা হয়। ত্রিলোকীনাথ হলেন একমাত্র বাবা। বাকি ওনার সন্তানেরা নিজেদের ত্রিলোকীর নাথ বলে পরিচয় দেয়। এখানেতো অনেকে নামও রেখেছে ত্রিলোকীনাথ । ডবল দেবতাদেরও নাম রেখেছে - গৌরী শঙ্কর , রাধেশ্যাম , এবারে রাধেকৃষ্ণ ছিলেন ভিন্ন রাজ্যের । যে বাচ্চারা ভাল তাদের বুদ্ধিতে অনেক ভাল পয়েন্টের ধারণা থাকে। যে ডাক্তার যোগ্য হবে , তার বুদ্ধিতে ওষুধের নাম অনেক হবে। এখানেও রোজ নতুন নতুন পয়েন্ট বের হয়। যাদের ভাল প্র্যাক্টিস হবে তারা নতুন নতুন পয়েন্ট ধারণ করতেই থাকবে। যারা ধারণা করেনা তাদের মহারথী বলা যাবেনা। সমস্ত কিছু বুদ্ধির উপরে নির্ভর করছে আর ভাগ্যের কথাও রয়েছে । এইসবই হল ড্রামা। ড্রামার বিষয়ে কেউ জানেনা। এই কথাও বুঝতে পারে, আমরা আত্মা শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে করি । কিন্তু ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের কথা না জানলে কিছুই জানেনা। তোমাদের তো জানা উচিত। বাচ্চাদের এইতো কর্তব্য অন্যদের বাবার পরিচয় দেওয়া । সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বলতে হবে , কেউ যেন এইরকম না থাকে যে বলবে আমি তো জানিইনা। ফরেন অর্থাৎ বিদেশ থেকেও অনেকে আসবে। তাদের সবার ব্যবস্থা করা হবে মুম্বাইয়ে । তারাতো যথেষ্ট সমর্থ হয়। টাকা-পয়সা তো তাদের কাছে অনেক থাকে। শিবকে নিজের বড় গুরুদেব তো স্বীকার করবেই তাইনা, সেইজন্য বোঝান হয় এই ধর্মপিতাদেরও কিছু পার্ট রয়েছে । বাচ্চারা শুরুতেই সাক্ষাতকার করেছে - এই ক্রাইস্ট , ইব্রাহিম ইত্যাদি সব আসবে দেখা করতে। তো তাদের ফিল্ড তৈরী করা উচিত। সব টুরিস্ট ইত্যাদি মুম্বাইয়ে আসতে থাকে। ভারত সবাইকে আকর্ষিত করে। আসলে ভারত হল বাবার বার্থপ্লেস অর্থাৎ জন্মস্থান। তবে সবার মধ্যে ভগবান রয়েছে এই কথা বলার ফলে বেহদের বাবার মহত্ব হারিয়ে গেছে। এখন তুমি বোঝাও যে ভারত হল

সবচেয়ে বড় তীর্থ স্থান। বাকি সব পৈগম্বর (ধর্ম সংস্থাপন করে যে) আসে নিজের ধর্ম স্থাপন করতে। তাদের পিছনে ঐ ধর্মের লোকেরা আসতে থাকে। এবারে হল অন্ত সময়। চেষ্টা করে আমরা যাতে ফিরে যাই। কিন্তু জিজ্ঞেস করো তোমাদের এখানে কে এনেছে ? ক্রাইস্ট এসে ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম স্থাপনা করেছে , তিনি কি তোমাদের টেনে এনেছেন এখানে ? এখন সবাই বিরক্ত হয়েছে ফিরে যেতে চায়। সবাই আসেই পার্ট প্লে করতে। পার্ট করতে করতে শেষমেষ দুঃখ ভোগ করতেই হবে। আবার দুঃখ থেকে সুখের দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়া হল বাবারই কর্তব্য । বাবার জন্মস্থান হল ভারত। এতটা মহত্ব তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারাই জানো। যারা জানে তাদের নেশা থাকে। বাবা কল্প-কল্প ভারতেই আসেন। এই কথা সবাইকে জানাতে হবে , নিমন্ত্রণ দিতে হবে। রচনার নলেজ কেউ জানেনা। তো এমন সার্ভিসেবল হয়ে নিজের নাম বিখ্যাত করা উচিত। এই মেলা সব দিকে যাবে। তো যারা তীক্ষ্ণ বাচ্চা আছে তাদের সহযোগ চাইতে থাকে। তাদের নাম জপ করতে থাকে। এক তো শিববাবার নাম জপ করে , দ্বিতীয় ব্রহ্মাবাবার নাম আর তৃতীয় কুমারকা , গঙ্গে , মনোহর এদের নামও জপ করবে। ভক্তি মার্গে হাতে মালা জপ করে। এখন মুখে নাম জপ করে । অমুক হল খুবই সার্ভিসেবল । নিরহংকারী এবং মধুর স্বভাবের । দেহ-অভিমান নেই। বলা হয় কিনা - ঘুর তো ঘুরায় ..... (স্নেহ দানে স্নেহ প্রাপ্তি) এখন বাবা বলেন তুমি দুঃখী হয়েছ । তুমি আমারে স্মরণ করলে আমি সাহায্য করব। তুমি ঘৃণা করলে অর্থাৎ নিজের উপর ঘৃণা করলে , পদ প্রাপ্তি হবেনা । অপরিসীম ধন প্রাপ্ত হয়। যদি কেউ লটারি পেয়ে যায় তাহলে সে কতখানি খুশীতে থাকে। তারমধ্যেও কত প্রাইজ আছে। সেকেন্ড প্রাইজ , থার্ড প্রাইজও হয়। এই হল ঈশ্বরীয় রেস। এই হল জ্ঞান আর যোগের রেস, যে এই বিষয়ে তীক্ষ্ণ হবে তারা গলার মালা হবে আর তখতে অর্থাৎ তক্তাপোষে কাছে বসবে।

তোমরা সবাই হলে কর্মযোগী । নিজের ঘর সংসার সামলাও। ক্লাসে একঘন্টা পড়তে হবে। তারপর ঘরে গিয়ে রিভাইস করতে হবে। স্কুলেও এইরকম করো কিনা। পড়াশোনা করে বাড়িতে গিয়ে রিভাইস করে। বাবা বলেন এক ঘন্টা আধ ঘন্টা .... দিনে আট ঘন্টা হয় (এক প্রহরে আট ঘন্টা) । তাতেও বাবা বলেন এক ঘন্টা , আচ্ছা আধ ঘন্টা , 15-20 মিনিটও ক্লাসে পড়ে ধারণা করে নিজের চাকরি ও ব্যবসায় ব্যস্ত থাকো। বাবা তোমায় আগে বসতে দিলে বাবার স্মরণে বসো। স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাও। স্মরণের জ্ঞান তো ছিল তাইনা। বাবা এবং বর্সাকে স্মরণ করতে করতে স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাতে ঘোরাতে যখন দেখবে যে ঘুম আসছে তখন ঘুমিয়ে পড়বে। তাহলেই অন্ত সময়ে মতি অনুযায়ী গতি হয়ে যাবে। তারপর আবার সকালে উঠলে ঐ পয়েন্ট গুলি মনে পড়বে । এমন অভ্যাস করতে করতে তুমি নিদ্রাজীত হয়ে যাবে। যে করবে সে প্রাপ্ত করবে। কর্ম দেখতে পাওয়া যায় , তখনই চলন প্রসিদ্ধ হয়। দেখা হয় এরা বিচার সাগর মন্থন করে। ধারণা করে। কোনো লোভ ইত্যাদিতো নেই। এই হল পুরনো শরীর , এর খুব বেশী খেয়াল করার দরকার নেই। এই শরীর ঠিক তখনই থাকবে যখন জ্ঞান যোগের পুরো ধারণা হবে। ধারণা না হলে শরীর আরও নষ্ট হবে। নষ্ট হলে কবরে প্রবেশ করবে। নতুন শরীর ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হবে। আত্মাকে পবিত্র করতে হবে। এই হল পুরনো অপশিষ্ট জড়িত শরীর । এই শরীরের যতই শৃঙ্গার করো সেসব হল ওয়ার্থ নট এ পেনী । এখন তোমাদের সবার আশীর্বাদ হয়েছে শিববাবার সঙ্গে । যখন বিয়ে হয় তখন সেইদিনে পুরনো বস্ত্র ধারণ করে। এখন এই শরীরের স্থূল শৃঙ্গার বেশী করবেনা। জ্ঞান যোগ দ্বারা নিজের শৃঙ্গার করলে পরী রূপে পরিণত হয়ে যাবে। এই হল জ্ঞান মান সরোবর । এতেই জ্ঞানের ডুব দিতে থাকো তাহলেই তোমরা স্বর্গের পরী তৈরী হয়ে যাবে। প্রজাদের পরী বলা হবেনা । বলা

হয় কৃষ্ণ নিয়ে পালিয়েছে তারপর মহারানী , পাটরানী করেছে। এমনতো বলতে পারবেনা নিয়ে পালিয়েছে আর প্রজাতে চাওাল করেছে। নিয়ে পালিয়েছে পাটরানী করতে। তোমাদের এমন পুরুষার্থ করা উচিত । এমন নয় যা প্রাপ্তি হয় হবে। এই হল পাঠশালা । এখানে মুখ্য হল পড়াশোনা । গীতা পাঠশালা অনেক তৈরী হয়। বসে গীতা শোনায় , মুখস্থ করায়। কেউ একটি শ্লোক নিয়ে সেটিকে বিস্তারিত ভাবে বসে বোঝায়। কেউ শুধুই পড়ে , কেউ একটি শ্লোকের উপর আধা পৌনে ঘন্টা ভাষণ দেয়, তাতে কোনো লাভ হয়না। এখানেতো বাবা বসে পড়াচ্ছেন । মুখ্য লক্ষ্য হল একেবারে ক্লিয়ার । আর কোনো বেদ শাস্ত্র পঠন-পাঠনে মুখ্য লক্ষ্য নেই। পুরুষার্থ করতে থাকো। কিন্তু প্রাপ্তি হবে কি ? যখন অনেক ভক্তি করা হয় তখন ভগবানের প্রাপ্তি হয়। তাও নিশ্চয়ই রাতের পরে দিন হবে। কল্পের আয়ু কেউ কি বলে , এখন বোঝানোর শক্তি চাই। যোগবলের দ্বারা কাজ সফল করতে হবে। যদি না করতে পারো মানে শক্তি নেই। যোগ নেই। বাবাও সহযোগ তাদেরই দেন যে বাচ্চারা যোগযুক্ত হয় । ড্রামাতে যা হয় সেসব রিপিট হয়। সেকেন্ড সেকেন্ড যা পাস্ট হয় , টিক টিক হতেই থাকে। আমরা শ্রীমতের দ্বারা অ্যাক্টে উপস্থিত রয়েছি। শ্রীমতে না চললে শ্রেষ্ঠ হওয়া যাবেনা। নম্বর অনুসারে তো আছেই তাইনা । এই লোকেরা ভাবে আমরা এক হই কিন্তু অর্থ বোঝেনা । তাহলে কি এক হয়ে যাবে , একমাত্র পিতা হওয়া চাই নাকি এক ব্রাদার্স হওয়া উচিত ? যদি ব্রাদার্স বলা হয় তাহলেও ঠিক আছে। শ্রীমতের দ্বারা বরাবর আমরা এক হতে পারি। তোমরা সবাই একই মতানুযায়ী চলো। তোমাদের পিতা শিক্ষক গুরু হলেন একজনই । যে পূর্ণ রূপে শ্রীমতে চলবেনা সে শ্রেষ্ঠ হতে পারবেনা । যদি একদম চলবেনা তবেতো শেষ হয়ে যাবে। রেসে যোগ্যতার আধারে নির্বাচন হয়। বিশাল রেসে উপযুক্ত ঘোড়াদের দৌড় করানো হয় কারণ লটারিও বড় থাকে। এও হল মনুষ্য অশ্ব রেস। হুসেনের ঘোড়া দেখান হয়। হিংসা দুই প্রকারের হয়। নম্বরওয়ান হল কাম কাটারী । যে অর্ধকল্প নিজের এবং অন্যদের হত্যা করেছে। এই হিংসার কথা কারুর জানা নেই। সন্ন্যাসীরাও এমন বোঝেনা শুধু বলে দেয় এই হল বিকার । বাবা বলেন বাচ্চারা এই কাম হল মহাশত্রু । যা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয়। এই কথাটিও প্রমাণ করতে হবে আমাদের হল প্রবৃত্তি মার্গ , রাজযোগ । তোমাদের হল হঠযোগ । তোমরা শঙ্করাচার্যের কাছে হঠযোগ শিখেছ। আমরা শিবাচার্যের কাছে রাজযোগ শিখছি। আগে গিয়ে তোমাদের প্রত্যক্ষ দর্শন হবে নিশ্চয়ই । কেউ প্রশ্ন করে দেবতাদের ৮৪ জন্ম ৫ হাজার বছরে হয় , ক্রিশ্চিয়ানদের কত হয় ? ক্রাইস্টের ২ হাজার বছর হয়েছে , এবারে হিসেব করো তাদের এভারেজ কত জন্ম হয় ? ৩০ -৩২ জন্ম , এইতো ক্লিয়ার আছে। যে বেশী সুখ দেখে সে দুঃখও বেশী দেখে। অন্য ধর্মীয় জনেরা কম সুখ , কম দুঃখ প্রাপ্ত করে। এভারেজ অনুযায়ী হিসেব করা যায়। মুখ্য পূর্বজদের জন্মের হিসেব করা হয়। যারা পরের দিকে আসে তারা কম জন্ম গ্রহণ করে। বুদ্ধ , ইব্রাহিম সকলের হিসেব করতে পারো । এইভাবে এক দুই জন্মের তফাত হবে। অ্যাকুরেট তো বলা যাবেনা। আন্দাজ বোঝান হয়। এই সব বিচার সাগর মন্থন করার কথা। কেউ জিজ্ঞাসা করলে কি বোঝাবে ? তবুও বলো প্রথমে বাবাকে স্মরণ করো কারণ বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্তি হয়। জন্ম যত নিয়েছ ততই নেবে। বাবার কাছে বর্সা নাও। ভালভাবে বোঝাতে হবে। এই হল পরিশ্রমের কাজ।

বাচ্চে বোম্বাইতে অনেক পরিশ্রম করছে কেননা তাদের অনেক সফল হতে হবে। এতে বুদ্ধি চাই , বাবার ধনে অনেক ভালবাসা চাই। কেউতো ধন নেয়না। আরে জ্ঞান রত্ন নাও আর ধারণ করো তখন বলে আমরা কি করব ! আমরা বুঝতে পারিনা । না বুঝলে তোমাদের ভাগ্য । আচ্ছা -

মীঠে মীঠে সিকীলাধে হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারাংশ :-

১. শরীর ঠিক রাখতে জ্ঞান যোগের ধারণা করতে হবে। কোনো কিছুর প্রতি লোভ রাখবেনা । এই জ্ঞান যোগের দ্বারা শৃঙ্গারিত থাকবে , স্থূল শৃঙ্গার নয়।

২. এক মিনিট আধ মিনিট , পড়াশোনা নিশ্চয়ই করতে হবে । জ্ঞান এবং যোগে রেস বা স্পর্ধা রাখতে হবে।

বরদান : বিনাশের সময়ে পেপার পাশ করে সেইরূপ আকারী লাইট স্বরূপধারী ভব।

বিনাশের সময় পেপার পাশ করতে বা সর্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে আকারী প্রকাশ স্বরূপধারী হও। যখন চলতে ফিরতে লাইট হাউস স্বরূপ হয়ে যাবে তখন তোমাদের এই রূপ অর্থাৎ শরীর দেখা যাবেনা। যেমন পার্ট প্লে করার সময়ে বস্ত্র ধারণ করো আর কাজ শেষ করেই বস্ত্র ত্যাগ করো । এক সেকেন্ডে ধারণ করো আর এক সেকেন্ডে ডিট্যাচ হও - যখন এই অভ্যাস হবে তখন যারা দেখবে তাদের অনুভব হবে যে এরা হল লাইটের বস্ত্রধারী , লাইট-ই হল এদের শৃঙ্গার ।

স্লোগান : উৎসাহের পাখা সর্বদা সঙ্গে থাকলে প্রত্যেকটি কাজে সহজেই সফল হবে।